কালিদাস প্রোডাকসন্সের
শ্রীকৃষ্ণ লীলা
প্রয়োগাচার্য্য : সেবক শ্রীকালিদাস

মধ্য কলিকাতার অভিজাত চিত্রগৃহ

প্রাঙ্গণ

শুভ উদ্বোধন প্রতীক্ষায়

নিবেদন

"কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং। ভারতবর্ষে কৃষ্ণের উপাসনা সর্ব্বব্যাপী। গ্রামে গ্রামে কৃষ্ণের মন্দির, গৃহে গৃহে কৃষ্ণের পূজা, প্রায় মাসে মাসে কৃষ্ণোৎসব, উৎসবে উৎসবে কৃষ্ণযাত্রা, কণ্ঠে কণ্ঠে কৃষ্ণ গীত, সকল মুখে কৃষ্ণনাম। কাহারও গায়ে দিবার বস্ত্রে কৃষ্ণনামাবলী। কাহারও গায়ে কৃষ্ণ নামের ছাপ। কেহ কৃষ্ণ নাম না করিয়া কোথাও যাত্রা করেন না; কেহ কৃষ্ণ নাম না লিখিয়া কোনো পত্র বা লেখাপড়া করেন না; ভিখারী "জয় রাধেকৃষ্ণ" না বলিয়া ভিক্ষা চায় না। কোনো ঘৃণার কথা শুনিলে "রাধেকৃষ্ণ" বলিয়া আমরা শুচি হই; বনের পাখী পুষিলে তাহাকে "রাধে-কৃষ্ণ" নাম শিখাই। কৃষ্ণ এদেশে সর্ব্বময়। কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং"—

আমরাও কৃষ্ণকে ভগবান বলিয়া বিশ্বাস করি। সর্ব্ব সময়ে কৃষ্ণারাধনা, কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণকথা মানব ধর্ম্মের, মানব-চরিত্রের উন্নতি সাধক বলিয়া মনে করি। যিনি শুদ্ধসত্ত্ব, যাঁহা হইতে সর্ব্বপ্রকার শুদ্ধি, যাঁহার নামে অশুদ্ধি, অপুণ্য দূর হয়, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণনাম স্মরণ করিয়া "শ্রীকৃষ্ণলীলা" চিত্রখানি নিবেদন করিলাম।

সেবক শ্রীকালিদাস

আত্মরক্ষা ও শিকারে

আধুনিক অস্ত্র বিক্রেতা

গ্রেট ইষ্টার্ণ ফায়র আর্ম্মস কোং

২৩নং লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১

ফোন—ব্যাঙ্ক ১২৫৮ গ্রাম—আর্ম্মস হাউস

—কালিদাস প্রোডাকসন্সের দ্বিতীয় নিবেদন—

শ্রীকৃষ্ণলীলা

পরিচালনায় : বিজন সেন এবং অরুণ চৌধুরী ॥
সম্পাদনায় : রাজেন চৌধুরী,
ব্যবস্থাপনায় : গোরা গুপ্ত, অজিত সরকার
শিল্প-নির্দ্দেশনায় : সত্যেন রায় চৌধুরী শব্দ-গ্রহণ : জে, ডি ইরাণী
আলোক চিত্রশিল্পী : রামানন্দ সেন গুপ্ত
সঙ্গীত পরিচালনায় : হরিপ্রসন্ন দাস, ভরত চৌধুরী
মৃৎ শিল্পী : জিতেন পাল রূপ সজ্জায় : শৈলেন গাঙ্গুলী
ষ্টুডিও ব্যবস্থাপনায় : প্রমোদ সরকার
আলোক সম্পাতে : শান্তি সরকার, আমেদ

ভূমিকায়—নীতীশ মুখোপাধ্যায়, মিহির ভট্টাচার্য্য, অমর মল্লিক, জীবন গাঙ্গুলী, সলিল দত্ত, নরেন চক্রবর্ত্তী, পুরু মল্লিক, মনীন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ঋষি মুখার্জ্জী, অমর বোস, জয়নারায়ণ মুখার্জ্জী, শ্যামা দাস, তারক বাগচী, বরুণ কুমার, হাবুল ও টাবুল, পদ্মাদেবী, মলয়া সরকার, মন্দিরা ঘোষ, সন্ধ্যাদেবী, লীলাবতী, কমলা অধিকারী, প্রতিমা, শ্রীমতী মঞ্জু দে, উমা দে, আরতী রায় চৌধুরী, বাসন্তী ঘোষ, ডলি চক্রবর্ত্তী, মঞ্জুশ্রী, মঞ্জুকর চৌধুরী, মলিনা সিন্‌হা, বুলবুল ভট্টাচার্য্য ও আরও হাজার হাজার।

নেপথ্য সঙ্গীতে : রাধারাণী দেবী, শচীন গুপ্ত, সতীনাথ মুখার্জ্জী, ভারতী বোস, গৌরী মিত্র, মীরা রায় চৌধুরী।

প্রযোজনা : প্রয়োগাচার্য্য সেবক কালিদাস
চিত্র নাট্য : বিপ্রদাস ঠাকুর সংলাপ : বৈষ্ণব পদাবলী
গীতিকার : কবি তড়িৎ ঘোষ স্থিরচিত্রে : জীবন দাস, চিত্রশ্রী
সঙ্গীত চয়ন : জয়দেব, চণ্ডীদাস, যাদবেন্দ্র দাস
পরিচালনায় : তারাপদ ব্যানার্জ্জী, প্রণব বসু
সঙ্গীত পরিচালনায় : বিমল দত্ত
সম্পাদনায় : অমিয় মুখার্জ্জী, বুলু ব্যানার্জ্জী
চিত্র গ্রহণে : দীনেন গুপ্ত, জগমোহন মেহেরহোত্রা
শব্দ গ্রহণে : সন্তু বোস ব্যবস্থাপনায় : অনিল চট্টোপাধ্যায়
শিল্প নির্দ্দেশনায় : গৌর পোদ্দার
রূপ সজ্জায় : নৃপেন চ্যাটার্জ্জী, পঞ্চানন দাস, শেখ্ বেচু

কৃতজ্ঞতা স্বীকার—কালিকা থিয়েটার্স কর্তৃপক্ষ, মল্লিকস্ হেল্‌থ্ হোমস্, কে, এল, আকলী এণ্ড সন্স, ৫৮ ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড ইষ্ট ইণ্ডিয়া ষ্টুডিও লিঃ সম্পাদনার সৌজন্য স্বীকার—অর্দ্ধেন্দু চ্যাটার্জ্জী

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে রীডস্ শব্দযন্ত্রে গৃহীত
ইউনাইটেড্ সিনে ল্যাবরেটারিজে পরিস্ফুটিত

একমাত্র সত্বাধিকারী—বরুণকুমার চৌধুরী

শ্রীকৃষ্ণলীলা

[সংক্ষিপ্তসার]

ত্রেতায়াং—ভোজরাজ মথুরাধীপ কংসের অত্যাচারে যখন সমগ্র ভারত, জর্জ্জরিত তখন ভগবান্ বিষ্ণু 'পরিত্রাণায় সাধুনাম্ বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্, ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায়' আবির্ভূত হইলেন—কংসের কারাগারে, দেবকীর গর্ভে, বসুদেবের ঔরসে, ঘোর ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ প্রলয়ঙ্করী রজনীতে, ভাদ্রের কৃষ্ণা-অষ্টমী তিথিতে।

জগজ্জননী মহামাতৃকা মহামায়ার নির্দ্দেশে, দুরাচার কংসের কবল হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে, বসুদেব সেই ঘোর রজনীতেই নবজাত বিষ্ণু ভগবানকে ক্রোড়ে করিয়া, গোকুল-রাজ নন্দের গৃহে রাখিয়া

ফোন সিটি ৪৭৪১

সেভয় ক্যামেরা ষ্টোরস্

(মেট্রোর সামনে)

৪, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা—১৩

সুষ্ঠু ও নিখুঁত ভাবে ফটো বড় করা, ছাপান, রং করান এবং ক্যামেরা মেরামতের জন্য আমাদের দোকানে আসুন।

*আগ্‌ফা *জেভার্ট *ইলফোর্ড সেলো
*কোডাক *ভোট-ল্যাণ্ডার *জীস্ ইকন প্রভৃতি

ক্যামেরার আমরাই বিশিষ্ট বিক্রেতা।

আসিলেন। পরিবর্ত্তে, নন্দের নবজাতা কন্যাকে লইয়া তিনি ফিরিয়া আসিলেন মথুরায়।

পরাদবস প্রভাতে নৃশংস কংস, সেই নবজাতা কন্যাকেই হত্যা করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু কাহাকে বিনাশ করিবে দুরাচার কংস? ঐ কন্যাই যে স্বয়ং মহামায়া! কংসহস্তমুক্ত মহামায়া জানাইয়া দিয়া গেলেন—

'তোমারে বধিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে।'

গোকুলে তখন দুইটি শিশু বাড়িতেছিল। একটি দেবকীর সপ্তম গর্ভস্থ সন্তান—মহামায়ার সংকর্ষণ প্রভাবে রোহিণী গর্ভে নীত, শ্রীবিষ্ণু ভগবানের প্রথম অংশ—বলরাম। দ্বিতীয়টি—স্বয়ং বিষ্ণু ভগবান্ নন্দদুলাল।

মহামায়ার বাণী শ্রবণের পর হইতেই দুর্জ্জয় কংস উন্মাদের মত, অষ্টম বাসুদেবের খোঁজে ধরা চষিয়া ফিরিতে লাগিল। গোকুলের

অলি গলি ছাইয়া গেল—কংসের চরে। অবশেষে শিশুটির সন্ধান পাওয়া গেল—গোকুলরাজ নন্দ গোপের গৃহে।

কিন্তু আহীর গোপগণ অতি পরাক্রান্ত। কংসের ভয়ে তাহারা ভীত নহে। সেই হেতু, কংস গোকুলধনকে গোপনে হত্যা করিবার মানসে বিরাট ষড়যন্ত্র জাল বিস্তার করিল।

নন্দদুলালের জন্মের ষষ্ঠ দিবস হইতেই আরম্ভ হইল—বিরাম বিহীন হত্যার প্রচেষ্টা। কিন্তু 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং', তাঁহাকে হত্যা করিবার সাধ্য কাহার? কংসের চর, পূতনা রাক্ষসী শকটাসুর তৃণাসুর বৃকাসুরাদি সকলেই, শিশু যশোদা-দুলালকে হত্যা করিতে আসিয়া, নিজেরাই নিহত হইল! শিশুর কৃপায়, মাতা যশোদা বিশ্বম্ভররূপ দর্শন করিলেন।

যে ভাবে—'দিনে দিনে বাড়ে যথা চন্দ্রমার কলা'—গোকুলচন্দ্রও সেই ভাবে গোকুলে বাড়িতে লাগিলেন। তবে তাহা বৎসর ছয়েক মাত্র। কংসের প্ররোচনায় অগণিত বৃকের উৎপাত আরম্ভ হইল গোকুলে। উপায়ান্তর না দেখিয়া, তখন, নন্দ ও মাতা যশোদা শিশুকানুসহ গোকুল

ফোন সিটি : ৫১৭৮ গ্রাম : ডিফেনডার

ইষ্ট ইণ্ডিয়া আর্ম্মস্ কোং

১২, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা—১৩

বন্দুক, রাইফেল, রিভলভার, টোটা, ক্যাপ, রারুদ, ছিটা প্রভৃতি আমদানীকারক।

ত্যাগ করিয়া আশ্রয় নিলেন—শ্রীধাম বৃন্দাবনে। শ্রীধাম বৃন্দাবনের রাজা বৃকভানু। শ্রীরাধিকার জনক। বৃককুল ধ্বংস করিয়া তিনি 'বৃকভানু' খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

এই সেই শ্রীধাম, পরম মনোহর শ্রীবৃন্দাবন। গোষ্ঠ বিহারী বনমালী মোহন মুরলী-ধারী গোপীজনবল্লভ শ্রীরাধার মনের লীলাক্ষেত্র। আবার এই বৃন্দাবনেই আমরা ভগবান্ ব্রজকিশোরের পরাক্রমলীলাও দেখিতে পাই। কংসের দুর্বৃত্ত অনুচর মিত্রাসুর, বৃষাসুর, কেশি, অঘাসুর প্রভৃতিকে তিনি অবলীলাক্রমে বধ করিয়াছেন এই স্থানেই। এই স্থানেই সপ্তাহকালব্যাপী 'গিরি গোবর্দ্ধন' ধারণ করিয়া, তিনি দেবরাজ ইন্দ্রের দর্প চূর্ণ করিয়াছিলেন। মৃত্যুদূত বিষধর কালনাগ কালীয়কে দমন করিয়া, যমুনার জলে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন অমৃতধারা।

দ্বাদশবর্ষ বয়স পর্য্যন্ত কত লীলাই যে যুগোলকিশোর শ্রীহরি খেলিলেন এই শ্রীবৃন্দাবনে। তারপর—

তারপর, যেদিন দেবাদিদেব ব্রহ্মা নিঃসংশয় হইলেন—ইনি স্বয়ং নারায়ণ, সেদিন হইতেই সুরু হইল শ্রীকৃষ্ণ লীলার নূতন পর্ব্ব।

স্থাপিত ১২৫১ ফোন : সিটি ৪৭৪১

কে, সি, বিশ্বাস এণ্ড কোং

বন্দুক, রাইফল, রিভলভার, টোটা, ক্যাপ, বারুদ, ছিটা প্রভৃতি আমদানীকারক

১নং চৌরঙ্গী, কলিকাতা—১৩

শ্রীকৃষ্ণলীলা

ব্রহ্মার আদেশে, নারদের প্ররোচনায় পাপোন্মত্ত কংস আয়োজন করিলেন—ধনুর্ম্মহ যজ্ঞের। শ্রীবৃন্দাবনের মল্লবীর আহীরগণ সহ, শ্রীকৃষ্ণ বলরাম (শ্রীরামকৃষ্ণ) মল্ল ক্রীড়া প্রদর্শনার্থে, দূত অক্রূর দ্বারা আমন্ত্রিত হইলেন মথুরায়।

মহামায়ার: বাণী সফল হইল। দ্বাদশ বর্ষীয় শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের হস্তে কংস নিহত হইল।

কিন্তু কংস কে? সেও যে ভক্ত। পরম ভক্ত। বৈকুণ্ঠের দ্বারী জয় বিজয়। ভগবানকে সে শত্রুরূপে পাইতে চাহিয়াছিল, যাহাতে ত্রি-জন্ম মধ্যেই তাহার মুক্তি হয়। হিরণ্যকশিপু রাবণ কংস—একই। কংস জন্মেই তাহার পূর্ণমুক্তি।

ওঁ রাম নারায়ণানন্ত মুকুন্দ মধুসূদন।
কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠবামন॥
ওঁ
নমো নারায়ণায়, শ্রীকৃষ্ণায়
নমোঃ নমঃ।

স্থাপিত ১৮৮৮

অবিনাশ দত্ত
প্রসিদ্ধ রং বিক্রেতা

ফোন সিটি ৫৩১৪

১নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কবি—জ্ঞানদাস

হরে হরে গোবিন্দ হরে
কালিয় মর্দ্দন অরাতি সুদন
দেবকী নন্দন রাম হরে
হরে হরে গোবিন্দ হরে ॥
মৎস্য কচ্ছবর বরাহ নরহরী
বামন ভৃগুপতি বক্ষ কুলারে
গোলক গোকুল চন্দ্র গদাধর
গরুড় ধ্বজ গজ মোচন মুরারে
হরে হরে গোবিন্দ হরে।
শ্রীপুরুষোত্তম পরমেশ্বর প্রভু
পরম ব্রহ্ম পরমেষ্ঠি অঘোরে
দুঃখিতে দয়া কর দেব দেবকীসুত
দুর্ম্মতি পরমানন্দ পরিহরে

জনগনের আর্ত্ত সঙ্গীত

(কবি—তড়িৎকুমার ঘোষ)

…রাত্রি আঁধার !…অন্ধ দৃষ্টি ! …
(ভীরু) দীপ্-শিখা ম্রিয়মাণ !
…আর্ত্তের সখা !…কোথায় বন্ধু।…
(আজ) কোথা তুমি ভগবান ॥

দানবের হাতে দেবতা বন্দী ওই…
কেঁদে কেঁদে ডাকে…কই তুমি !
আজ কই !…
মদন্মোত্ত অত্যাচারীর—
আনিবে অবসান !!
লাঞ্ছিত নর-নারীর বেদনা—
তপ্ত দীর্ঘশাস…
ধরণীর বুক ভেঙে' ভেঙে' দেয়…
স্তব্ধ করে বাতাস !—
পিশাচ কণ্ঠে হাসি জাগে—খল্ ! খল !
ভাঙা পাঁজরের মঞ্চে নাচিছে—
মত্ত অসুর দল !!!
ধর্ম্মের বুকে অধর্ম্ম ওই—
হানে বিষাক্ত বান !!
আজ কোথা তুমি ভগবান !!!

গোপ ও গোপিনীদের নন্দোৎসব

(কবি—তড়িৎকুমার ঘোষ)

ভাঙা এ ঘর আলো করে' কে ?
এলোরে কোন চাঁদ !
(মন্ ধরা ফাঁদ !)

যে চাঁদ নিছনি কোটি—কোটি চাঁদ চাঁদ ॥
গোপাল আমার।…মাণিক আমার !
ও' চাঁদ জীবন !
চাঁদ দিয়ে আজ !…আয় মুছেদি !
ও চাঁদ বদন !
লক্ষ চাঁদের মাঝে তুই
মোর অকলঙ্ক চাঁদ !
(তোর) সারা অঙ্গে চাঁদের বাজার !
তুই গোকুলের চাঁদ !!

গয়লা গয়লানীর কৌতুক সঙ্গীত

কবি—তড়িৎকুমার ঘোষ

পুরুষ :—(হায় ! হায় ! হায়) —
"মন" যে আমার লক্ষ মারে !
ও গোয়ালী !…রূপ দেখিয়া তোর
নারী :—আহাহা ! মিনষে ও তোর
বাক্যি শুনে…হইলাম রে বিভোর ॥
পুঃ—(ও তোর) ল্যাপটা নাকে বেসর কেমন
এদিক ওদিক দোলেরে,
এদিক ওদিক দোলে—
না :—(বলি) তাই বুঝি তোর হেদো মগজ
গোবর কেবল-গোলেরে !
গোবর কেবল গোলে।
পু :—"পিন্ পিন পিন চোক্ষে ও তোর
ক্যামন কালি মাথারে—
ক্যামন কালি মাখা !

আবার ত্যারছা হয়ে বান মারে যে !
যায়নারে ঠিক থাকারে !
যায়নারে ঠিক থাকা !
না:—ঝাঁটা মার—তোর পোড়ার মুখে !
আস্ত হনুমান…ও তুই আস্ত হনুমান !
পুঃ—(হায় ! হায় ! হায় !) মিষ্টি কি
তোর চলন বলন।
ভাঙলোরে পরান আমার !
ভাঙলোরে পরাণ !
না:—মিন্‌ষেরে তোর মুখে আগুন !
যতো বড় মুখ নয় তোর—ততো বড় কথা
পুঃ—বলিস্ না এ সোনা মুখী !
বাড়বে আকুলতা !
(আরো) বাড়বে আকুলতা।
না:—তবেরে ও খ্যাংরা মুখো ?
মাথায় ঢালবো ঘোলরে !
তোর মাথায় ঢালি ঘোল !—

গোপিনীদের দধি-মন্থন গান

(কবি—তড়িৎকুমার ঘোষ)

চলে—
নন্দের নন্দন নীলমণি !
হেলে দুলে চলে সোণার খনি !
"চন্দন তিলক
ভালে বনি"—!
আলো করি' চলে—
দিন রজনী ॥
শিরে শিখি পাখা...বামে হেলি'—!
যায়.....যায়রে !)
(মৃদু) হাসি-হাসি মুখে চাঁদ নিছনি ॥

যশোদার গান

কবি—চণ্ডীদাস

ওরে আমার শপথি লাগে
না ধাইও ধেনুর আগে
পরাণের পরাণ নীলমণি।
নিকটে রাখিও ধেনু
পুরিও মোহন বেণু
ঘরে বসে আমি যেন শুনি
গোপাল রে—ঘরে বসে আমি যেন শুনি।
বলাই ধাইবে আগে
তার শিশু বাম ভাগে
শ্রীদাম সুদাম সব পাছেরে
তুমি তার মাঝে ধাইও
সঙ্গ ছাড়া না হইও
মাঠে বড় রিপু ভয় আছে !
ক্ষুধা পেলে চাইয়া খাইও
পথ পানে চাইয়া যাইও
অতিশয় তৃনাঙ্কুর পথে
কারু কোন বড় ধেনু
ফিরাইতে না যাইও কানু
যেওনা যেওনা
মায়ের নিষেধ রেখরে বাপ
যেওনা যেওনা
ওরে দূর বন-পথে গোপাল
যেওনা যেওনা
কারু বোলে বড় ধেনু ফিরাইতে না
যাইও কানু
হাত তুলি দেহ মোর মাথে।

রাধার গান

শুনগো মরম সই
যখন আমার জনম হইল
নয়ন মুদিয়া রই—
শুনগো মরম সই।
দিতে ক্ষীরধার জননী আমার
নয়ন মুদিত দেখি,
জননী আমার—
জননী আমার করে হাহাকার
কহিল সকলে ডাকি।
শুনে সেই কথা, জননী যশোদা
বঁধুরে লইয়া ক্রোড়ে,
আমারে দেখিতে আইলা ত্বরিতে
সুতিকা মন্দির ঘরে।
দেখিয়া জননী কহিছেন বাণী
এই ছিল কি কপালে
করিয়া সাধনা পেলেম অন্ধ কন্যা
বিধি এই দুঃখ দিলে।
তোমার মনে এই কি ছিল
ওহে নিদারুণ বিধি।
দিয়েও নিধি দিলে নাকো।
তোমার মনে এই কি ছিল
ওরে নিদারুণ বিধি
ওঠ ওঠ বলি করে ধরি তুলি
বসাল যতন করে—
হেনই সময়ে মায়ে তায়াগিয়া
বঁধু পরশিল মোরে।
পরশিল, আমার অঙ্গ পরশিল।
মনের কথা আপনি জেনে
আমার অঙ্গ পরশিল,
আপনি হরি চিন্তামণি।
গায়ে দিয়ে হাত মোর প্রাণ নাথ
অন্তরে বাড়ালো মুখ
হাসিয়া কাঁদিয়া আঁখি প্রকাশিয়া
দেখিল বঁধুর মুখ।
আমি নয়ন মুদেছিলাম
চাঁদ মুখ দেখবো বলে
প্রথম নয়ন মেলি
বঁধুর দেখব বলে। চণ্ডীদাস

দোল—(সংগ্রহ)

সা রারারা রারারারা সারারারা রা হৈ
চলেরে নাগরী শিরে গাগরী
সারারারা রারারারা সারারারা রা হৈ
সারারারা রারারারা সারারারা রা
দে ঢোলকে তালি দিক না গালি
মার পিচকারী—
সারারারা সারারারা রা হৈ
সারারারা রারারারা সারারারা রা।
ঢোল বাজে ডম্ফ বাজে
বাজেরে মৃদঙ্গ
ইন্দর রাজা খেলে হোলি
শচীরাণীকে সঙ্গ, শচী রাণীকে সঙ্গ
চলেরে নাগরী শিরে গাগরী
সারারারা রারারারা সারারারা রা হৈ
সারারারা রারারারা সারারারা রা
আবির গুলাল নেলো ভরি
রঙ্গ রণিয়া খেলছে হোরি
রাঙ্গিয়ে নেলো রাঙ্গিয়ে নে
মন ফাল্গুনে রাঙ্গিয়ে নে।
চলেরে নাগরী শিরে গাগরী
সারারারা রারারারা সারারারা রা হৈ
সারারারা রারারারা সারারারা রা হৈ
সারারারা রারারারা সারারারা রা।

দোল—মীরাবাঈ

ফাগুন দিন আইওরে
হোলি খেল হোলিরে।
লহ করতাল বাজাহ মৃদঙ্গ
গাহ তোলহ তান আনন্দ ঝঙ্কার রে ॥
বাজুক বীণ সুররাগ ছত্রিশ
উঠুক রোমাঞ্চ সংসারে ॥
শীল সন্তোষ কেশর আহরী
ভর প্রেম প্রীতি পিচ্‌কারীরে
উড়াও গুলাল লাল ভরিয়া অম্বর
বরষ রঙ্গ অপার রে ॥
অওর পট খুলে দেও আজি
লোক লাজ কর দূর রে ॥
খেলো হোলি প্রীতম ঘর
প্যারী প্রীতম্ প্যারীরে ॥
রাধা মাধব ব্রজ নাগর
ঝুলত বলিহারি রে ॥

ঝুলন

(কবি—তড়িৎকুমার ঘোষ)

ঝিনিকি ঝিনিকি ঝিন্···ঝঞ্জনে
রিনিকি রিনিকি রব,···কঙ্কনে।
ঝুমুর-ঝুমুর ঝুম্ ঝুম্···ঘুঙ্গুরে!
ধ্বনিত ঝুলন রস···রঙ্গমে॥

ঝিনিকি-ঝিনিকি ঝিন ঝঞ্জনে
মধুর যামিনী ঝুলনে কামিনী
ঝুলিছে শ্যাম বাঁকা ভঙ্গিতে।
নাচিছে সঙ্গিনী গাহিছে রঙ্গিনী
ধ্বনিত সমীরণ সঙ্গীতে॥

অসস শাওন বরিছে ঝিরি ঝিরি
চপলমাধব চাহিছে ফিরি ফিরি।
চমকে চপলা কিশোরী ক্ষণে ক্ষণে
ঝলকে বিজুরী রঙ্গিতে॥

নৌকা বিলাস—চণ্ডীদাস

শ্রীরাধা :—শুনহে নাগর চতুর শেখর
সবারে করিবে পার
যাহা চাও দিব হইলে ওপার
শুধিব তোমার ধার।
শ্রীকৃষ্ণ :—শুনহে সুন্দরী রাধা
তোমারে পার করি দিতে যে আমার
তিলেক নাহিক বাধা, রাধা!
শুনহ সুন্দরী রাধা।
তবে করি পার ওপারে রাখিব,
শুন গোয়ালিনী যত
ওপার হইলে কত দাম নিব,
কহিব সময় মত।
শ্রীরাধা :—কিবা নিতে চাও
কহনা ব্যক্ত করি
তাহাই করিব শুন
পরাণ হরি ওগো পরাণ হরি।

অভিসার

(কবি—তড়িৎকুমার ঘোষ)

ঘন মেঘ যামিনী—
তাহে কুল কামিনী
বাহিরিতে বাধা পায় পায়!
"আসি আসি করে মন
পথ চলি অনুক্ষণ
কণ্টক পথ না ফুরায়॥
এই ছার দেহ ভার
তাহে আভরণ গো—
প্রিয়তম বিনা "ক্ষণ"
কী যে অসহন গো!
বনের তমাল তায়
ভূষিত এ দিঠি ছায়
বনলতা চরণে জড়ায়!
গুরু গুরু দেয়া ডাকে দুরু দুরু হিয়া কাঁপে
এই বুঝি হয় বরিষণ!
চলিতে চলিতে পড়ি পড়িতে পড়িতে চলি
চমকিয়া উঠি প্রতিক্ষণ!
একা একা রহি তুমি ব্যাকুলিত জানি শ্যাম
ওগো নয়নাভিরাম এই আসি আসিলাম
নয়নে নয়ন দাও!
হৃদয়ে হৃদয় নাও!
—"সুধা" যে গো তুমি পিয়াসায়!!

যুগল মিলন—চণ্ডীদাস

শ্রীকৃষ্ণ :—(আমি) নিশি দিশি সদা
বসি আলাপনে
মুরলি লইয়া করে
যমুনা সিনানে তোমারি কারণে
বসে থাকি তার তীরে।
শ্রীরাধা :—বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ
দেহ মন আজি তোমারে সঁপেছি,
কুলশীল জাতি মান।
শ্রীকৃষ্ণ :—তোমার রূপের মাধুরী দেখিতে
কদম্ব তলাতে থাকি
শুনহ কিশোরী—
চারি দিকে হেরি যেমন চাতক পাখি।
শ্রীরাধা :—পিরীতি রসেতে ঢালি তনু মন
দিয়াছি তোমার পায়।

শ্রীকৃষ্ণ :—পিরীতি রসেতে ঢলি তনু মন
দিয়াছি তোমার পায়।
শ্রীরাধা:—তুমি মোর পতি
তুমি মোর গতি
মন নাহি অনুজায়।

রাস—কবি তড়িৎকুমার ঘোষ

যমুনা-পুলিনে সুরতি-রসিকা
যত ব্রজ-নারী মাঝে—
শ্যাম বাহু ডোরে নবীনা কিশোরী
যেন কী মধুর সাজে!
যমুনা পুলিনে সুরতি রসিকা
যত ব্রজ নারী মাঝে
চাঁদের-চাঁদোয়া-তলে—
(যেন) লাখ-চাঁদে ঘেরা কাজল-জলদে
'বিজুরী' ঝলক ঝলে!
শতদলে রাঙা কালো সরোবরে—
রাস মরালিণী নাচে!!
রিনিকি ঝিনিকি ঝিনি
বাজেরে ঐ কিঙ্কিনী
চাঁদের বামে চাঁদ নৃত্য বিভোর।
ঝুমুর ঝুমুর—ওকে বাজায় নূপুর!
নানা ছাঁদে দোলে কৃষ্ণ কিশোর!
শিথিল কবরী শিথিল বসন!
কী ভাব বিভোরা রাধা
দুহু বাহু ডোরে শ্যাম তনু বাঁধি'
কী কহে বিবশ আধা!
সোনার মধুপে সুনীল কমলে
মধুপানে রাধা ডুবে আছেরে

যশোদার গান
কবি—চণ্ডীদাস

তুমি মোর প্রাণ, পুতলি সমান
যতক্ষণ নাহি দেখি
ওরে হৃদয় বিদরে তোর অগোচরে—
মরমে মরিয়া থাকি।
শুনহে কানাই আর কেহ নাই
তুমি সে নয়ন তারা
আখির নিমেষে পলকে পলকে
শতবার হই হারা
শুন শুন বাছা জীবন কানাই
তুমি কি ছাড়িবে মায়।
স্ত্রীবধ পাতক ভয় নাহি মান
এই কি তোমার ভাল।
শুন শুন বাছা জীবন কানাই
ওরে কে জানে আনন্দ, দুঃখ দিবে বলি
স্বপনে নাহিক জানি—
আমি জানি না জানি না
জানি না জানি না
আমার আনন্দে বাদ সাধবে বলে,
জানি না জানি না।
কে জানে আনন্দ দুঃখ দিবে বলি
স্বপনে নাহিক জানি
ওরে মথুরা গমন—একথা শুনিয়া
ফাটেরে মায়ের প্রাণ।

দশাবতার স্তোত্র

প্রলয় পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদম্ ,
বিহিতবহিত্র চরিত্রম খেদম্।
কেশব ধৃতমীনশরীর, জয় জগদীশ হরে॥
ক্ষিতিরতি বিপুলভরে তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে
ধরণি ধারণ কিন চক্র গরিষ্ঠে।
কেশব ধৃতকূর্ম্মশরীর জয় জগদীশ হরে॥
বসতি দশনশিখরে ধরণী তব লগ্না,
শশিনি কলঙ্ককলেবর নিমগ্না।
কেশব ধৃত শূকররূপ জয় জগদীশ হরে॥
তব করকমলবরেনখমদ্ভুত শৃঙ্গম্,
দলিত হিরণ্যকশিপুতনু ভৃঙ্গম্,
কেশব ধৃতনরহরিরূপ, জয় জগদীশ হরে॥
ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুত বামন,
পদনখনীর জনিতজনপাবন।
কেশব ধৃতবামনরূপ, জয় জগদীশ হরে॥
ক্ষত্রিয়রুধিরময়ে জগদপগতপাপম্।
স্নপয়সি পয়সি শমিত ভব-তাপম।
কেশব ধৃতভৃগুপতিরূপ, জয় জগদীশ হরে॥
বিতরসি দিক্ষুরণে দিক্‌পতিকমনীয়ম্।
দশমুখ মৌলিবলিং রমণীয়ম্।
কেশব ধৃতরামশরীর, জয় জগদীশ হরে॥
বহসি বপুসি বিশদে বসনং জলদাভম্
হলহতি ভীতিমিলিত যমুনা ভম্।
কেশব ধৃতহলধররূপ, জয় জগদীশ হরে॥
নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতম্,
সদয় হৃদয়দর্শিত পশুঘাতম্।
কেশব ধৃত বুদ্ধশরীর, জয় জগদীশ হরে॥
ম্লেচ্ছ নিবহনিধনে কলয়সি করবালম্,
ধূম কেতুমিব কিমপি করালম্।
কেশব ধৃত কল্কি শরীর, জয় জগদীশ হরে॥

কবি জয়দেব

ফিল্ম জগতে ভারত শীর্ষস্থান
লাভ করুক

হাওড়া মোটর এক্সেসরিজ এজেন্সি লিঃ
সকল রকম মোটর গাড়ীর পার্টসের আমদানীকারক
৩।১, ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা
ফোন—সিটি ১৮৯১—২

এম, বিশ্বাস এণ্ড কোং
কলিকাতা স্মল্ আর্ম্মস্ কোং
বন্দুক ও রাইফেল প্রস্তুতকারক
৪, চৌরঙ্গী, কলিকাতা
বন্দুক, রাইফেল, রিভল্‌বার, গুলি
বারুদ ইত্যাদি

ইণ্ডিয়ান প্রেস লিঃ, কলিকাতা